ধানের টুংরো রোগ দমনে করণীয়

টুংরো ধানের ভাইরাসজনিত একটি ক্ষতিকারক রোগ। যা সবুজ পাতাফড়িং এর মাধ্যমে ছড়ায়। আউশ এবং আমন মওসুমে এই রোগটির ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। তবে বোরো মওসুমেও এই রোগটি দেখা যায়। এই রোগের কারণে ১০০% পর্যন্ত ফলন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সাধারণত বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট এবং বরিশালে প্রায় প্রতিবছরই এই রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ

- প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'একটি গাছের পাতা হলদে বা কমলা হলদে রঙ ধারণ করে। ধীরে ধীরে আক্রান্ত গাছের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং পুরো জমি হলদে বা হলদে কমলা রঙ ধারণ করে।
- চারা অথবা কুশি অবস্থায় আক্রান্ত হলে সুস্থ গাছের তুলনায় আক্রান্ত গাছ বেশি খাটো হয়।

সাধারণত চারা অবস্থায় বীজতলায় রোগের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যায় না। চারা রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর টুংরো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন রোগ দমন করার কোন সুযোগ থাকে না।

চিত্র. টুংরো রোগের বাহক পোকা

চিত্র. টুংরো আক্রান্ত জমি

রোগ দমনে করণীয়

- নিয়মিত বীজতলা এবং জমি পরিদর্শন করে বাহক পোকার (সবুজ পাতাফড়িং) উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বাহক পোকার উপস্থিতি থাকলে, হাতজালের সাহায্যে অথবা আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে তা মেরে ফেলতে হবে।
- টুংরো আক্রান্ত জমির আশেপাশে বীজতলা তৈরি না করা এবং বীজতলা তৈরি করার সময় আশেপাশের জমিতে টুংরো আক্রান্ত পরিত্যাক্ত ধান গাছ অথবা আগাছা থাকলে তা তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- আক্রমণ প্রবণ এলাকার বীজতলায় যদি হাত জালের প্রতি টানে একটি সবুজ পাতাফড়িং পাওয়া যায় এবং আশে পাশে টুংরো রোগাক্রান্ত ধান গাছ বা পোষক গাছ থাকে, তাহলে বীজতলায় দুই বার (বীজ বপনের ১০ থেকে ১৫ দিন পর এবং চারা রোপণের ৫ থেকে ৭ দিন পূর্বে) নিম্নে বর্ণিত অথবা অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

  চারা রোপণের পর জমিতে দু'একটি গাছে বিক্ষিপ্তভাবে লক্ষণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে এবং জমিতে বাহক পোকার উপস্থিতি থাকলে সাথে সাথে কীটনাশক যেমন মিপসিন অথবা সপসিন ১৫০ গ্রাম অথবা সেভিন ২২৭ গ্রাম ৬৭ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি বিঘায় প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সহ, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ / নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অফিস (ডিএই) / বিএডিসি অফিসে যোগাযোগ করুন।

কয়েকটি জরুরি ফোন নম্বর ও ওয়েবসাইট: ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ এক্স. ৩৮৯ (নাগরিক তথ্য সেবা ও সহায়ক কেন্দ্র, ব্রি, গাজীপুর); ০২-৪৯২-৭২০৫৪ (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর); www.brri.gov.bd

কপি সংখ্যা: ২০,০০০; ব্রি প্রকাশনা নম্বর: ৩০০; প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২১